আইন নম্বর ..., ২০২৬

বাংলাদেশে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সেবা গ্রহীতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

আইন

যেহেতু বাংলাদেশে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবার উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সেবা গ্রহীতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**—(১) এই আইন 'মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে;

(২) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ডাক ব্যাগসমূহ, কূটনৈতিক ডাক ব্যাগসমূহ, পরিবহণ ও বিতরণের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না;

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে;

(৪) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **'অর্থনৈতিক কোড'** অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থনৈতিক কোড;

(২) **'অনুমতিপত্র'** অর্থ ধারা ২০-এর অধীন প্রদত্ত এজেন্সি-এর অনুমতিপত্র;

(৩) **'অভিযোগ'** অর্থ ধারা ৩৬(৩)-এর অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ;

(৪) **'অভিযোগকারী'** অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যদি এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ দায়ের করেন—

(ক) গ্রাহক;

(খ) একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক গ্রাহক;

(গ) কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী; এবং

(ঘ) সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সরকারি কর্মচারী;

(৫) **'অজ্ঞাতনামা উপাত্ত'** অর্থ কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত কোনো তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা, মতামত বা নির্দেশাবলীর উপস্থাপনা যাহা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক বা স্বয়ংক্রিয় বা অন্য কোনো উপায়ে প্রক্রিয়া বা প্রস্তুত করা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো একক ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে অক্ষম এমন কোনো এনক্রিপটেড বা অজ্ঞাতনামা উপাত্ত (Pseudonymized data) ব্যক্তিগত উপাত্তের অন্তর্ভূক্ত হইবে না;

(৬) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ ধারা ৫-এর উপধারা (১)-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(৭) **'কমিটি'** অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(৮) **'কুরিয়ার সার্ভিস'** অর্থ সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যে বা যাহারা নির্দিষ্ট কতক গ্রাহকের নিকট ইউনিভার্সাল পোস্টাল সার্ভিস ব্যতীত উচ্চতর বা প্রিমিয়াম মান ও মূল্যসংবলিত মেইলিং সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস গ্রহণ ও বিতরণ, কুরিয়ার, এক্সপ্রেস, ট্রান্সপোর্ট, ডকুমেন্ট, বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম মেইলিং সার্ভিস এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ যাবতীয় অনলাইন ও অফলাইনসহ অন্যান্য ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) **'গ্রাহক'** অর্থ উপধারা (৮) ও (২৬)-এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের বিনিময়ে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(১০) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(১১) **'জরিমানা'** অর্থ এই আইনের আওতায় ধার্যকৃত জরিমানা;

(১২) **'তপশিল'** অর্থ এই আইনের যে-কোনো তপশিল;

(১৩) **'তপশিলি ব্যাংক'** বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972-এর Article 2 (J)-তে গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী Scheduled Bank-কে বুঝাইবে;

(১৪) **'তহবিল'** অর্থ ধারা ১৩-এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(১৫) **'নির্ধারিত'** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১৬) **'নিষিদ্ধ দ্রব্য'** অর্থ তপশিল-এ বর্ণিত কোনো দ্রব্য;

(১৭) **'প্রতিষ্ঠান'** অর্থ এই আইনের অধীন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;

(১৮) **'পরিদর্শক'** অর্থ ধারা ৩৮ এর অধীন নিয়োজিত পরিদর্শক;

(১৯) **'প্রবিধান'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২০) **'ফৌজদারি কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure 1898 (Act No. V of 1898);

(২১) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২২) **'ব্যক্তি'** অর্থ কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কোম্পানি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এক মালিকানা কারবার, অংশীদারি কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার, সমিতি, সংঘ ও সংগঠন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) **'ব্যক্তিগত উপাত্ত'** অর্থ কোনো একক ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়;

(২৪) **'ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা'** অর্থ উপাত্তের নিরাপত্তার সুরক্ষা যাহার ফলে সঞ্চারিত, মজুতকৃত বা অন্য কোনোভাবে প্রক্রিয়াকৃত কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত দূর্ঘটনাবশত বা বেআইনীভাবে বিনষ্ট, ক্ষতি, পরিবর্তন বা অননুমোদিতভাবে প্রকাশ হইতে না পারে বা উহাতে অনুপ্রবেশ ঘটিতে না পারে;

(২৫) **'বিভাগ'** অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(২৬) **'মেইলিং অপারেটর'** অর্থ সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত অন্য কোনো পরিচালনাকারী (Operator), যে বা যাহারা কতক নির্দিষ্ট মেইলিং বা বিলি সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস, বিলি, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে ইউনিভার্সাল পোস্টাল সার্ভিস ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২৭) **'মন্ত্রণালয়'** অর্থ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(২৮) **'লাইসেন্স'** অর্থ ধারা ১৯-এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(২৯) **'লাইসেন্সধারী'** অর্থ এই আইনে বর্ণিত বেসরকারী বা বাণিজিক উদ্দেশ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;

(৩০) **'সদস্য'** অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(৩১) **'সার্ভিস চার্জ'** অর্থ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস সেক্টরের সেবার গুণগত মানোন্নয়ন**,** সম্প্রসারণ এবং সুষম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর সরকারের আরোপিত সার্ভিস চার্জ**;**

(৩২) **“লজিস্টিকস”** অর্থ পার্সেল, ডকুমেন্ট, সামগ্রী বা পণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, শ্রেণিবিন্যাস, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, কাস্টমস ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, স্ক্যানিং, এবং গ্রাহকের নিকট চূড়ান্ত বিতরণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সমন্বিত সেবা, যা প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতেও পরিচালিত হইতে পারিবে;

এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি বলিতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID), গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS), রুট ট্র্যাকিং সিস্টেম (RTS), ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS), অনলাইন অর্ডার ও পেমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমস অটোমেশন, ব্লকচেইন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডেটা অ্যানালিটিক্স, ড্রোন প্রযুক্তি, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে; এবং

(৩৩) **‘ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী’** অর্থ সরকার বা কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি

৫। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ” নামীয় কর্তৃপক্ষ এই আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার থাকিবে; এবং উক্ত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। **কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি**—কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অন্য যে-কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। **কর্তৃপক্ষের গঠন**—(১) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সরকার কর্তৃক পূর্ণকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব হইবেন। সদস্যগণ অন্যূন সরকারের উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন। সদস্যগণের মধ্যে একজন ডাক অধিদপ্তর হতে এবং কমপক্ষে ১ জন আইন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইবেন;

(৪) (ক) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন;

(খ) তিনি এই আইন ও তদধীন বিধি, প্রবিধান-অনুসারে, কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন; এবং

(গ) চেয়ারম্যান, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যে-কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সদস্য এবং কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি**—(১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে-কোনো দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর সামগ্রিকতার আওতায় কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবে, যথা :

(ক) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন শ্রেণির লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি এর হার নির্ধারণ, আদায় ও উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;

(ঘ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান (Standard) নির্ধারণ ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্তরূপে নির্ধারিত মান অনুসরণ করিয়া পরিচালিত হইতেছে কি না উহা পরিবীক্ষণ এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিসের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঙ) গ্রাহক এবং মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ, বা উক্তরূপ সার্ভিস প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সহিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বিরোধ বা অন্য কোনো আন্তঃসংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করা এবং উক্তরূপে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা;

(চ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলি ভঙ্গ বা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ;

(জ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঝ) সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানকারী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহির সহিত সম্পাদন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলি, আন্তর্জাতিক মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, কর্মশালা ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(ঠ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) লাইসেন্সের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক সকল এবং উপরে বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন;

(ণ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো সম্পত্তি ক্রয় –বিক্রয় এবং অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ;

৯। **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি**—(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অগ্রানোগ্রাম সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **আন্তর্জাতিকভাবে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের দ্রব্য পরিবহণ**— আন্তর্জাতিকভাবে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের দ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার

নির্ধারিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি অনুসরণ এবং ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১। **অবসায়ক নিয়োগ ইত্যাদি।** কর্তৃপক্ষ—

(১) কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অবসানের ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, অবসায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হইবার ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

১২। **অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি**—(১) কর্তৃপক্ষ, সময়ে সময়ে, কুরিয়ার সার্ভিসের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে-কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে কুরিয়ার সার্ভিসের গুণগত মানসংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত পরামর্শ ও মতামতের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান-এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশেষ করিয়া জাল জালিয়াতি প্রতিরোধ, সরকারি রাজস্ব আদায় সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে ধারা ২-এর (৮) ও (২৬) উপধারায় বর্ণিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানিসংক্রান্ত তথ্যসহ অন্য যে-কোনো তথ্য জানার জন্য যে-কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদানে উক্ত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান-এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি

১৩। **কর্তৃপক্ষের তহবিল**—(১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নরূপ উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার কর্তৃক বিশেষ মঞ্জুরি;

(গ) এই আইনের অধীনে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হইতে আদায়কৃত লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি, সার্ভিস চার্জ, জরিমানা ও অন্যান্য অর্থ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো জাতীয় বা বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা ঋণ।

(২) কর্তৃপক্ষের তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন তপশিলি ব্যাংকে জমা বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য কার্যাবলির এবং কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সাধন ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়মনীতি ও বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে সরকারের নির্দেশ-অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

১৪। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**—কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ-বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে ইহার উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**—(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং প্রচলিত আইন-অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accounts Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973)-এর Article 2(1)(b)-তে গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব প্রতিবৎসর নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপধারা (২) বা (৩)-এর বিধান-অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমতো, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার ও অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া

দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে-কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট হইতে এই বিষয়ে তথ্য জানিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নং আইন)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যাংক বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোনো উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ-বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণসংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনমতো, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে-কোনো সময় উহার কর্মকাণ্ড বা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য, পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশ, আনুষঙ্গিক কাগজাদি ও তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) সরকার, যে-কোনো সময়, কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড অথবা যে-কোনো প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কমিটি ইত্যাদি

১৮। **পরামর্শক কমিটি গঠন ইত্যাদি**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) পরামর্শক কমিটির গঠন ও কর্ম পরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

লাইসেন্স ইস্যু ও বাতিল, এজেন্সি এবং নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহণ ইত্যাদি

১৯। **লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল ও ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি**—(১) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ইস্যু, লাইসেন্সের শ্রেণিবিন্যাস, ইস্যুকরণ পদ্ধতি, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, বাতিল ও বাতিলের শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা ১-এর অধীনে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত ধারা ২-এর (৮) ও (২৬) উপধারায় বর্ণিত কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত ধারায় [ধারা ২ এর (৮) ও (২৬) উপধারা] বর্ণিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না এবং কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির সহিত কোনো ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৩)কোনো ব্যক্তি এক শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া অন্য শ্রেণির ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া কোনো মেইলিং ও কুরিয়ার ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(৫) লাইসেন্সের শ্রেণি ও উপশ্রেণি, প্রতিটির আওতায় সেবা কার্যের বর্ণনা, ভৌগোলিক কার্যক্ষেত্র, ওজনের সীমা, বিশেষ শর্তাবলী ইত্যাদি মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) লাইসেন্স সংক্রান্ত যে কোনো পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংযোজন ইত্যাদির জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর পৃথক আবেদন করিতে হইবে।

(৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে এই আইনের অধীনে সকল কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে ইলেক্ট্রেনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **এজেন্সি ইত্যাদি**—(১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত শর্ত পরিপালন-সাপেক্ষে, এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পর এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে মেইলিং ও কুরিয়ার ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবেন। এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রাপ্ত কোনো এজেন্ট সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি অনুমতিবিহীন কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

২১। **গ্রাহকের নিকট হইতে নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির প্যাকেট বা পার্সেল 'গ্রহণ, বাছাই, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলি'**—কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান তপশিলে উল্লিখিত নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি 'গ্রহণ, বাছাই, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলি' করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাধ ও দন্ড

২২। **লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল ও ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদির দন্ড**— যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত এক শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া অন্য শ্রেণির ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত লাইসেন্স ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৩। **ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র গ্রহণ ও নবায়ন ব্যতীত এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার দন্ড** —কোনো ব্যক্তি ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র গ্রহণ ও নবায়ন ব্যতীত এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অনুমতিবিহীন কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪। **গ্রাহকের নিকট হইতে নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির প্যাকেট বা পার্সেল 'গ্রহণ, বাছাই, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলির' দন্ড** —এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের তপশিল-এ উল্লিখিত কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি 'গ্রহণ, বাছাই, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বিলির' দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট আইন প্রযোজ্য হইবে; যথা : মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রযোজ্য হইবে, ইত্যাদি।

২৫। **ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য রাখিলে বা রাখিবার প্রস্তাব করিবার দন্ড** — যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য রাখিলে বা রাখিবার প্রস্তাব করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সেবার মূল্য তালিকা মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়ে সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রদর্শন না করেন তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। **নগদ অর্থ বা কোন বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ বা পরিবহনের দন্ড** — যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪০ লঙ্ঘন করিয়া কোনো পার্সেল বা প্যাকেটের ভিতরে কোনো ধরনের নগদ অর্থ বা বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ বা পরিবহণ করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মালিক অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড বা ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৭। **নির্ধারিত সময়ে সার্ভিস চার্জ ও সরকারের অন্যান্য প্রাপ্য জমা ও ফাঁকি প্রদানের দন্ড** — যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ে সরকারের অনুকূলে সরকারের প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ ও সরকারের অন্যান্য প্রাপ্য জমা না করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের কারাদন্ড বা ন্যূনতম ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কারচুপির আশ্রয় নিয়া সার্ভিস চার্জ কম দেখাইলে বা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদন্ড বা ন্যূনতম ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৮। **বুকিং কালে বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণের দন্ড** — যদি কোনো ব্যক্তি ৪২ ধারা লঙ্ঘন করিয়া বুকিংকালে বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ করেন, তবে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদন্ড বা ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯। **বুকিংকৃত দ্রব্য সামগ্রী হারানো, বিনষ্ট ও চুরির ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার দন্ড** — যদি কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তি ধারা ৪৩ লঙ্ঘন করিয়া গ্রাহকের নিকট হইতে বুকিংকৃত দ্রব্য সামগ্রী হারানো, বিনষ্ট, চুরির ক্ষতিপূরণ প্রদান না করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০। **অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড**—এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন, তবে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধের বিচার

৩১। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার**—(১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমতো, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি-সাপেক্ষে, ইহার অধীন অপরাধের অভিযোগ তদন্ত, আপিল ও বিচার-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩২। **অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা**—ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩২-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমতো, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের ধারা ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০-এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৩৩। **মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**—(১) কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে, উক্ত মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের এইরূপ প্রত্যেক মালিক বা মালিকগণ, অংশীদার, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজার অথবা অন্য কোনো কর্মচারী বা এজেন্ট উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাঁহার বা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি বা তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান আইনগত সত্তা হইলে, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকেও উক্ত মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান-অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

৩৪। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর প্রয়োগ**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫৯ নং আইন)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩৫। **অপরাধের জামিনযোগ্যতা, আমলযোগ্যতা ও আপসযোগ্যতা**—(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং তপশিলে বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধ জামিনযোগ্য (Bailable), অ-আমলযোগ্য (Non-cognizable) ও আপসযোগ্য (Compoundable) হইবে;

(২) Limitation Act, 1908 (Act. No. IX of 1908)-এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৬(৩)-এর অধীন অভিযোগ দায়ের হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলা দায়েরের নিমিত্ত অভিযোগপত্র দাখিল করা না হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবেন না।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৩৬। **প্রশাসনিক জরিমানা ও জরিমানা আরোপের ক্ষমতা**—(১) চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, এই আইন বা বিধি দ্বারা অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় নাই এইরূপ কোনো কার্য সংঘটনের জন্য অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা উক্তরূপ লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তিতে দ্বিগুণ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, জামানত বাজেয়াপ্ত, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জরিমানা ইত্যাদি বিষয়াদি লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ লঙ্ঘনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবে যে, তিনি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাঁহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহার কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহাও উপস্থাপন করিবেন।

(৩) কারণ উদ্ভবের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার নিকট দায়ের না করিলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হইলে চেয়ারম্যান উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পরও কোনো অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন আরোপিত আদায়কৃত প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাতে জমা করিতে হইবে।

(৬) কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীনে তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা জমা না দিলে সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ (BENGAL ACT NO.III OF 1913) অনুসারে উক্ত প্রশাসনিক জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

(৭) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত বিষয়াবলির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকের ও অভিযুক্তের দায়িত্ব ও করণীয় এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৭। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আপিল ও রিভিউ**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে—

(ক) চেয়ারম্যানের অধস্তন কোনো কর্মকর্তা প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের নিকট;

(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে সচিব অথবা সিনিয়র সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিকট আপিল করিতে পারিবেন; এবং

(গ) উপধারা (১)-এর অধীন দফা (ক) ও (খ)-এ প্রদত্ত আপিল আদেশের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট রিভিউ-এর আবেদন করা যাইবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৮। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিদর্শক নিয়োগ, পরিদর্শন, অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত পদ্ধতি**—(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিবে।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীকে পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন কুরিয়ার সার্ভিস পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) উপধারা (১) বা (২)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকেন।

(৪) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৯। মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের মূল্য নির্ধারণ— (১) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিসের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উহা কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য উহার নিকট প্রেরণ করিবে;

(২) কোনো ব্যক্তি কোন গ্রাহককে উপ-ধারা (১) অনুসারে নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য রাখিতে বা রাখিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন না;

(৩) সার্ভিসের মূল্য তালিকা মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়ে সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪০। নগদ অর্থ বা কোন বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ বা পরিবহন— মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি **কোন পার্সেল বা প্যাকেটের ভিতরে এবং প্যাকেট বা পার্সেল হিসেবে নগদ অর্থ বা কোন বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ বা পরিবহন করিতে পারিবেন না।**

৪১। **নির্ধারিত সময়ে সার্ভিস চার্জ ও সরকারের অন্যান্য প্রাপ্য জমা ও ফাঁকি** — **(১)** মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ে সরকারের অনুকূলে সরকারের প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ ও সরকারের অন্যান্য প্রাপ্য জমা করিতে হইবে।

(২) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি কারচুপির আশ্রয় নিয়া সার্ভিস চার্জ ও সরকারের অন্যান্য প্রাপ্য কম দেখানো বা ফাঁকি দিতে পারিবেন না।

৪২। **বুকিং কালে বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ**— মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি বুকিং কালে কোনো বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪৩। বুকিংকৃত দ্রব্য সামগ্রী হারানো, বিনষ্ট ও চুরির ক্ষতিপূরণ— মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তি গ্রাহকের নিকট হইতে বুকিংকৃত দ্রব্য সামগ্রী হারানো, বিনষ্ট, চুরি হইলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্ষতিপূরণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৪৪। নিবন্ধন ও প্রকাশ্য তালিকা।– মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক, কুরিয়ার ও পার্সেল অপারেটরের একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন (register) রক্ষণ করিবে। উহার অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলী (প্রতিষ্ঠানের নাম, লাইসেন্স নম্বর, শ্রেণি, বৈধতার মেয়াদ, প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ইত্যাদি) সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যে রাখতে হইবে। নতুন লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, বাতিল বা স্থগিত হলে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তালিকা হালনাগাদ করিবে।

৪৫। ইলেকট্রনিক অগ্রিম ডাটা ।–

(১) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমন্বিতভাবে একটি একক ইলেকট্রনিক ডাটা হাব গড়িয়া তুলিতে পারে, যাহাতে সকল লাইসেন্সধারী তাদের আন্তর্জাতিক চালানের ডেটা একবারই আপলোড করিবে এবং সেই ডেটা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এয়ারলাইন্স ও গন্তব্য দেশের পোস্ট/কুরিয়ারের নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছাইবে।

৪৬। সাইবার নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সিস্টেমের সুরক্ষা।–

(১) এই আইনের বিধান পূরণকল্পে, যে সকল সেবার বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তিগত সনাক্তযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহা হইবে কেবল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের নিরীখে ও ন্যূনতমকরণের নীতি অনুসরণ করিয়া, এবং জড়িত সকল উপাত্ত-জিম্মাদার এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকারীকে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে সর্বোচ্চ

গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে। উপাত্তের সুরক্ষা, গোপনীয়তা, স্থানান্তর, ধারণ, মজুত, মুছিয়া ফেলাসহ সকল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) সাইবার নিরাপত্তা, এবং উপাত্ত সুরক্ষার প্রশ্নে ক্ষেত্রমতে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, এই আইনের আওতাধীন সেবা প্রদানকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বিদ্যমান আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪৭। উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, আন্ত:পরিচালন ও সমন্বয়।— (১) কুরিয়ার খাতে উপাত্তের মানসম্মত সংগ্রহ, বিনিময় ও বিশ্লেষণ নিশ্চিতকল্পে ক্ষেত্রমতে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করিয়া কাজ করিবে, যাতে রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহের আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে এই খাতের পরিসংখ্যান ও কর্মদক্ষতা বিশ্লেষণ করা যায় এবং উপাত্ত-নির্ভর নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা যায়।

(২) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ-এর সকল ডিজিটাল সেবার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার অবকাঠামো 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬' এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিচালিত হইবে। আর্থিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের রেগুলেটরের সহিত সমন্বয় করিবে।

৪৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৯। **নির্বাহী আদেশ জারি**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময় নির্বাহী আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৫০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত কোনো বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫১। **তপশিল সংশোধন**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল সংশোধন করিয়া কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম অন্তর্ভুক্ত বা কর্তন এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে পারিবে।

৫২। **জটিলতা নিরসনে স্পষ্টীকরণ**—এই আইনের কোনো বিধান এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে এই আইনের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, এই আইন ও এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে পারিবে।

৫৩। **The Post Office Act, 1898 (ACT NO. VI OF 1898) এর সংশোধন, রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) The Post Office Act, 1898 (ACT NO. VI OF 1898)-এর—

(ক) section 4B, 4C, 4D বিলুপ্ত হইবে;

(খ) section 58 এর—

(অ) শিরোনামায় উল্লিখিত 'and 4B' শব্দ ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে;

(আ) sub-section (1) এ উল্লিখিত 'or 4B' শব্দ ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা ১ এ উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃত সকল কর্মকান্ড বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ইত্যাদি**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তারিখ: ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

তপশিল

(ধারা-২১ দ্রষ্টব্য)

(নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা)

নিম্নরূপ দ্রব্য এই আইনের অধীন নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :

১। The Post Office Rules, 1961-এর rule 49-এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ বর্ণিত মাদকদ্রব্য এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এসআরও-তে মাদকদ্রব্য হিসাবে ঘোষিত যে-কোনো দ্রব্য;

৩। Drugs (Control) Ordinance, 1982-এ বর্ণিত ড্রাগসমূহ;

৪। বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪ এবং Explosive Substances Act, 1908-এ গৃহীত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী বিস্ফোরক;

৫। Arms Act, 1878 এবং Explosive Act, 1984-এ বর্ণিত অস্ত্র;

৬। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৭। Customs Act, 1969-এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৮। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union), ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (World Trade Organization), ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (International Civil Aviation Organization) প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৯। আমদানি ও রপ্তানি নীতি বা আদেশ-এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

১০। চোরাচালানকৃত কোনো দ্রব্য, শুল্ক ফাঁকি দিয়া আনীত কোনো দ্রব্য;

১১। কোনো ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ব্লেকমেইলিং, বা যৌন হয়রানি, বা রিভেঞ্জ পর্ন, বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, বা প্রাপ্ত, বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, ফ্রি চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত সংবলিত হস্তলিখিত, মুদ্রিত বা ডিজিটাল ডিভাইসে প্রোথিত রচনা ;

১২। অন্য কোনো আইন বা বিধির অধীন ঘোষিত জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, হুমকিস্বরূপ, রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় এবং প্রাণহানিকর দ্রব্য; এবং

১৩। সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নিষিদ্ধ দ্রব্য।